ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-১৭৭৯

আগরতলা, ১২ নভেম্বর, ২০২৪

প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ

আজ ১২ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় ‘পরিকাঠামো নেই, বিদ্যাজ্যোতির স্বীকৃতি হারাচ্ছে ৩৮ স্কুল’ শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদটি বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের নজরে এসেছে। প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ জানিয়ে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে, ৩৮টি বিদ্যালয়ের বিদ্যাজ্যোতির স্বীকৃতি হারানোর সংবাদ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। ১২৫টি বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো উন্নত করে বিদ্যাজ্যোতি বিদ্যালয় হিসেবে এগুলিকে সিবিএসই-র আওতায় আনা হয়েছে।

সংবাদের প্রতিবাদ জানিয়ে আরও জানানো হয়েছে, বিদ্যাজ্যোতি বিদ্যালয়গুলির কাজকর্ম ও সাফল্য বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর পৌরহিত্যে অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা বৈঠকের পর বিদ্যালয়গুলির পড়াশোনা ও সার্বিক উন্নয়নের জন্য যথাযোগ্য নজরদারি ও পথপ্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতিনিয়ত পেশাদারী উন্নয়নের অঙ্গ হিসেবে গত ৬ মাসে ৪১টি প্রশিক্ষণ করানো হয়েছে। সিবিএসই’র নিয়মে শিক্ষাদান ও শিক্ষণ সম্পর্কে মোট ৭৭ দিনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণের আয়োজন যৌথভাবে করে এসসিইআরটি ত্রিপুরা এবং সিওই, সিবিএসই এবং শিক্ষা দপ্তর। প্রতিটি একাডেমিক সেশনের প্রাক্কালে বিদ্যালয়গুলিতে সিবিএসই-র বোর্ড পরীক্ষা, প্রশ্নের ধাঁচ, সিলেবাস ইত্যাদি তথ্য সরবরাহ করা হচ্ছে। সিবিএসই বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত বিদ্যালয়গুলিতে বোর্ড পরীক্ষা ২০২৪-এ পাশের হার ছিল দশম শ্রেণীতে ৮৭ শতাংশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীতে ৭৫ শতাংশ। যাতে দপ্তর ও শিক্ষকদের যৌথ প্রচেষ্টা প্রতিফলিত হয়েছে। প্রত্যেকটি অধ্যায়ের পড়া শেষ হলে অধ্যায় ভিত্তিক পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। এরকম মূল্যায়ণের মাধ্যমে যারা শিক্ষন এর ক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে তাদের চিহ্নিত করা হচ্ছে এবং তাদের জন্য আলাদাভাবে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। শিক্ষা সংক্রান্ত প্রগতিমূলক কার্যকলাপগুলিতে পর্যালোচনা করার জন্য বিদ্যাজ্যোতি বিদ্যালয়ে প্রিন্সিপাল, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও সিবিএসই ম্যানেজারদের সাথে জেলা পর্যায়ে নিয়মিত পর্যালোচনা বৈঠক করা হচ্ছে। বিভিন্ন বিদ্যাজ্যোতি বিদ্যালয়ে ইংরেজী মিডিয়ামে শিক্ষিত শিক্ষকদের কাজে লাগানো হচ্ছে। এখন পর্যন্ত বিদ্যাজ্যোতি বিদ্যালয়গুলিতে ৮৮ জন স্পেশাল এডুকেটর, ১৭৯ জন পিজিটি (সাইকোলজি, সোশিওলজি, জিওগ্রাফি, ইকনমিক্স)-কে পোস্টিং দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে শুধুমাত্র বিদ্যাজ্যোতি বিদ্যালয়গুলির জন্য ৩৫২ জন প্রি-প্রাইমারি শিক্ষক, ১১২ জন স্পেশাল এডুকেটর, ১২৫ জন স্কুল লাইব্রেরিয়ান এবং ১১৮ জন পিজিটি (কম্পিউটার সায়েন্স) নিয়োগ করার প্রক্রিয়া চলছে।

*****২য় পাতায়

বিদ্যালয়গুলির উন্নয়নমূলক ফান্ড কাজে লাগিয়ে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শিক্ষা সংক্রান্ত দিক ও পরিকাঠামো উন্নত করা হচ্ছে। তার মধ্যে বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক ও ছাত্র/ছাত্রী ভিত্তিক শিক্ষাদানের উদ্যোগও রয়েছে। এই অর্থকে কাজে লাগিয়ে কম্পিউটার ও তার সরঞ্জাম, সাংস্কৃতিক ও সংশ্লিষ্ট কার্যকলাপের জন্য সাউন্ড সিস্টেম, লাইব্রেরীর জন্য বই, সাময়িকী ও শিক্ষাদানের সরঞ্জামও ক্রয় করা যেতে পারে। তাছাড়া, ফার্স্ট এইড, স্যানিটেশন, আপতকালীন মেরামত, পেইন্টিং, গার্ডেনিং ও বিদ্যালয়ের সৌন্দর্যায়ণ, ফায়ার এক্সটিংগুইসার বসানো, জলের ব্যবস্থা করা, চুক্তিবদ্ধ কর্মীদের (জল বহনকারী, ঝাড়ুদার, নাইট গার্ডদের) বেতন এবং অন্যান্য কাজে সিবিএসই নিয়ম অনুযায়ী এই ফান্ড ব্যবহার করা যেতে পারে। সমস্ত বিদ্যাজ্যোতি বিদ্যালয়গুলিতে চাহিদা অনুসারে জরুরী ভিত্তিতে পরিকাঠামোর উন্নয়ন করা হচ্ছে। এনইপি-২০২০ এবং এনসিএফ-২০২৩ এর লক্ষ্য অনুযায়ী শিক্ষা ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনতে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর অঙ্গীকারবদ্ধ।

******